ভজনাদর্শ—গৌড়ে ও বৃন্দাবনে

কেহ কেহ মনে করেন—(ক) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে রূপটী প্রকটিত হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে প্রকটিত রূপ হইতে তাহা পৃথক, (খ) মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপূরের ভজনাদর্শও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ভজনাদর্শ হইতে পৃথক্ এবং (গ) বৃন্দাবনের ভজনাদর্শে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কেবল উপায়মাত্র, উপেয় নহে; কিন্তু নবদ্বীপবাসী আদিম বৈষ্ণবগণের ভজনাদর্শে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনই উপেয়।

এই তিনটী বিষয় পৃথক্‌ভাবে ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

(ক)

কোনও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে সেই ধর্ম্মের উপাস্যতত্ত্ব, উপাসকতত্ত্ব—সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব—প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয়েরই অনুসন্ধান করিতে হয়। মুরারিগুপ্তের বা কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে কোনও তত্ত্বসম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা মোটেই নাই; তবে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহারা যে কয়টী সংক্ষিপ্তোক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে এসকল বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানা যায়। প্রথমে আমরা মুরারিগুপ্তের একমাত্র গ্রন্থ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্ বা মুরারিগুপ্তের কড়চা" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। (এস্থলে আমরা শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তৃতীয়সংস্করণের শ্লোকাদির উল্লেখ করিব।)

এই গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর উপদেশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থের উপদেশও তাহাই।

নানাস্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দের এবং নীলাচলে বৈষ্ণববৃন্দের গৌর-নামগুণ-কীর্ত্তনাদি হইতে গৌরের উপাস্যত্ব-সম্বন্ধেও ইঙ্গিত কড়চায় পাওয়া যায় (১) কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থলে গৌরের ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং আদিলীলার অষ্টমপরিচ্ছেদে তর্কযুক্তিদ্বারাও গৌরের ভজনীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আবার "সদোপাস্য শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ" ইত্যাদি, এবং "উপাসিতপদাম্বুজস্ত্বমনুরক্তরুদ্রাদিভিঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও গৌরের উপাস্যত্বের কথা বলিয়াছেন (২)।

অভীষ্ট (বা সাধ্য)-বস্তুর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যের আস্বাদন, কৃষ্ণপ্রেমরসানন্দ, শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধু (৩) এবং প্রেমভক্তির (৪) উল্লেখ কড়চায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-পাদাব্জে প্রভুবুদ্ধি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শাশ্বতীস্মৃতির কথাও দৃষ্ট হয় (৫)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও মহাপ্রভুর উপদেশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা পাওয়া যায়। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে মনোহংস চরাইবার কথা (২।২৫।২২৩) এবং "চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য"—একথাও লিখিয়াছেন (২।২৫।২২৯)।

---

(১) ৪।২২।১৪, ২০, ২২, ২৫; ৪।২৩।১২, ১৭, ২৩; ৪।১৯।১৬—১৯; ৪।২৬।১৯, ২৩, ৩১।

(২) শ্রীচৈতন্যাষ্টক। স্তবমালা।

(৩) ১।২।১৩; ২।২।৩২; ২।৬।৯; ২।১০।১৪।

(৪) ২।৩।৮; ২।৫।১০; ৩০; ২।৬।১৪; ৪।২৪।২৫, ২৬।

(৫) ২।২।৩৬।

সাধনসম্বন্ধে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ (১৷৮৷২) ও কীর্ত্তন (৬), গৌর-নামকীর্ত্তন ও গৌরলীলাচিন্তা (৭), বৈষ্ণবসেবা (৪৷১৮৷২-৫), কৃষ্ণসেবা (৪৷২১৷২৪-২৫), ধ্যান (১৷৮৷২), বৃন্দাবনধ্যান (৪৷৩৷৬), হরিবাসর-পালন (২৷৪৷২৬), ভক্তির অনুষ্ঠান (৪৷১৩৷১৬) ইত্যাদির কথা কড়চায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানেও এসমস্ত সাধনাঙ্গের উপদেশ আছে। অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেও তাহাই।

কড়চার মতে ভগবান্ নামস্বরূপ (২৷১৭৷৮); শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—নাম ও নামীতে ভেদ নাই। কড়চায় একাধিকস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (২৷৫৷৩০ ; ২৷৭৷২০) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে কড়চায় প্রত্যক্ষ উক্তি কিছু না থাকিলেও জীবের অভীষ্টসম্বন্ধে এবং অভীষ্টপ্রাপ্তির সাধন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহাই কড়চার অভিপ্রায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও বলেন—কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব। অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থেরও এই-ই মত।

কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ (৪৷৩৷৩)—কড়চার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কড়চার মতে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অন্যান্য গোস্বামিগ্রন্থের অভিমতও তাহাই।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধে কড়চা বলেন—"পরমেশ্বরভেদেন কেবলং দুঃখমেবহি (২৷৪৷১৬)।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। ২৷৯৷১৪০।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ। ২৷৯৷১৪১।" কড়চাতেও দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু যে সমস্ত তীর্থক্ষেত্র (শিবক্ষেত্র, রামক্ষেত্র, ভৈরবীক্ষেত্র ইত্যাদি) ভ্রমণ করিয়াছেন, সে সমস্তকে তিনি শ্রীজগন্নাথেরই বিভিন্ন ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "ক্ষেত্রাণ্যন্যানি গচ্ছামি তব দ্রষ্টুং জনার্দ্দন। ৩৷১৩৷১৮।" শ্রীমুরারিগুপ্তের উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরাম হইতে শ্রীগৌরের অভেদবুদ্ধিবশতঃ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে "শ্রীরামগৌরাত্মকঃ" বলিয়াছেন। ৪৷২৬৷২৬॥

শ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কড়চার অভিমত এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (৮)।

কড়চায় কোনও কোনও স্থলে অন্য কোনও নামের উল্লেখ না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে কেবল কৃষ্ণ (১৷১৪৷১ ; ২৷১৷৮ ; ২৷১৷৩০ ; ৪৷১০৷১), হরি (২৷১১৷৩), কেশব (৪৷২৷১৩), হৃষীকেশ (৪৷৩৷২১), সর্ব্বেশ্বর (১৷১৬৷১০), বিষ্ণু (২৷৩৷৮), পরেশ (২৷১৷৫) বা ভগবান্ (২৷১২৷৩ ; ২৷১৩৷৭) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

আরও বলা হইয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ (৩৷৩৷১৭ ; ৪৷২৪৷৬), রাধারসবিলাসী (৩৷৫৷১৪), রাধিকারসবিনোদী (৩৷১৫৷১৮), রাধারসাবিষ্ট (৪৷৫৷১৫), রাধাভাবাপন্ন (৩৷১৫৷২৩), রাধিকাপ্রেমভরাতিমত্ত (৪৷২০৷১৪), শ্রীরাধারসমাধুরীধুরি-তনু (৪৷২০৷১৯), শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যপূর্ণ (৪৷২৪৷১) এবং রাধাভাবভাবিতানন্দ (৪৷২৪৷১১)।

তিনি ভক্তরূপ রসিকেন্দ্রমৌলী—বিষয় ও আশ্রয়ের ভাবে আবৃত (৪৷৭৷৫), স্বকীয়-মাধুর্য্য-বিলাস-বৈভব (৩৷১২৷১৬) এবং ভক্তিরসের আশ্রয়রূপে স্বকীয় অদ্ভুত প্রেম-নাম-মাধুর্য্য (৪৷২৬৷১৮) আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কড়চা বলেন (২৷৬৷১৭)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ, রসরাজ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (শ্রীরাধা) এ দু'য়ের মিলিত বিগ্রহ (২৷৮৷২৩৩); রসরাজরূপে তিনি প্রেমের বিষয় এবং মহাভাববতী রূপে আশ্রয়।

---

(৬) ১৷২৷১২ ; ১৷৮৷২ ; ২৷২৷২৮ ; ২৷৩৷৯ ; ২৷৩৷২৬ ; ২৷৮৷১২ ; ২৷১৭৷৫ ; ২৷১৭৷১০ ; ২৷১৭৷১১ ; ৩৷৪৷২৬ ; ৩৷১৪৷২৩ ; ৩৷১৪৷২৪ ; ৪৷১৷৩ ; ৪৷১৷৫ ; ৪৷২৷১১।

(৭) ৪৷১৯৷১৬-২০ ; ৪৷২২৷১৪—১৫ ; ৪৷২৩৷১২ ; ৪৷২৩৷১৫ ; ৪৷১৪৷১৫—১৬ ; ৪৷২৬৷১৭৷১৯।

(৮) ১৷৭৷২৫ ; ১৷১২৷১৮ ; ২৷৮৷২৩ ; ২৷৮৷২৯ ; ২৷১৮৷১৪ ; ৩৷১২৷২৫ ; ৪৷১৷৮ ; ৪৷২৷১১ ; ৪৷৬৷১৯ ; ৪৷৯৷৮ ; ৪৷১২৷১৭ ৪৷১৮৷১৩ ; ৪৷১৮৷১৬।

গৌররূপে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার তিনটী কারণের মধ্যে একটী হইতেছে স্বমাধুর্য্য আস্বাদন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহাও বলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কড়চা বলেন, ব্রজের বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ (৪।১২।৯)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতও তাহাই।

এইরূপে দেখা গেল, ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কয়টী বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহাদের কোনওটী সম্পর্কেই মুরারিগুপ্তের কড়চার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরোধ নাই।

এক্ষণে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। (সর্ব্বত্রই বহরমপুর-সংস্করণের শ্লোকাদি উল্লিখিত হইবে)।

প্রথমতঃ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের আলোচনা করা যাউক। কর্ণপূর এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মুরারিগুপ্তের কড়চার অনুসরণেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কতকগুলি লীলা বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও মহাপ্রভুর আদর্শে শ্রীকৃষ্ণোপসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে (৪।৫৯-৬০)।

এই গ্রন্থে বহুস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (১)।

সাধনসম্বন্ধে বহুস্থলে নামকীর্ত্তনের কথা (২), গৌর-কীর্ত্তনের কথা (৩) এবং হরিবাসর-ব্রতের কথাও (২।১১০) দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণসেবার কথাও আছে (১১।৯)।

নাম যে ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা ১১।৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহাও ১৬।৪ শ্লোক হইতে জানা যায়।

সাধ্য বা অভীষ্ট-বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ পাওয়া না গেলেও মোক্ষের অবাঞ্ছনীয়ত্ব এবং ভগবদ্দর্শনের আনন্দাতিশয্যের উল্লেখ (৭।৩৪-৩৫) হইতে এবং জীবের কৃষ্ণদাসত্ব-স্বরূপের ও ভক্তির মাহাত্ম্যের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিই মহাকাব্যের মতে জীবের চরমতম কাম্যবস্তু।

গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকিলেও মহাপ্রভুর রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, মহাকাব্যের মতে শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (৪)।

শ্রীঅদ্বৈতের কারণেই প্রভুর অবতার (৬।৭৯)।

মহাপ্রভুর অবতারের হেতুসম্বন্ধে কোনও কথা দৃষ্ট হয় না; তবে বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহার অতৃপ্তত্বের কথা (৮।৬১), শ্রীরাধার বেশে আবেশের কথা (১১।২৪) এবং গোপী-ভাবাবেশের কথা (১১।৬১ ; ১৫।৫) দৃষ্ট হয়। তাহাতে অনুমিত হয়, মহাকাব্যের মতে বৃন্দাবন-লীলার অতৃপ্তি-নিরসনের জন্যই গোপীভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে প্রশ্ন করিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনে গৌরাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত হওয়াতেই কি সচ্চিদানন্দ-সান্দ্র শ্যামসুন্দর নবদ্বীপে আসিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন (১।১)?

---

(১) ৬।৫৭-৫৮ ; ৬।৭০ ; ৬।৮৪ ; ৬।১০২ ; ১১।১১।

(২) ২।৪১ ; ২।৬২ ; ৪।৭৬ ; ৫।১৩ ; ৬।১৫ ; ৬।৪৯ ; ৭।৭৫ ; ১১।১১ ; ১১।১৪-১৮ ; ১১।৩৮-৩৯ ; ১১।৭০ ; ১২।৬৯ ; ১৩।৩৪ ; ৫।৫৯।

(৩) ১৪।২৯ ; ১৭।৫৬।

(৪) ১।১ ; ১।৮-৯ ; ১।১৩ ; ৩।৫ ; ৭।৬৫ ; ৭।৮০ ; ৭।১০২ ; ; ৮।২ ; ৮।২৬ ; ৮।৩২ ; ৮।৫৭-৫৮ ; ৮।৬১-৬২ ; ৯।১ ; ১১।১ ; ১২।৩১ ; ১২।১০০ ; ১২।১১৭ ; ১৩।৯৩ ; ১৭।৬৬ ; ১৮।২৮ ; ১৯।১৫ ; ১৯।৬৯।

মহাকাব্যের মতেও ব্রজের বলদেবই শ্রীমন্নিত্যানন্দ (৭।২৪)।

এইরূপে দেখা গেল, ধর্ম্মসম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তির সঙ্গে কর্ণপূরের মহাকাব্যের কোনও উক্তিরই বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই।

এক্ষণে কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

এই গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণোপসনাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলা হইয়াছে (১।১২)।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে বৃন্দাবনলীলারই সাধ্যত্ব খ্যাপিত হইয়াছে (১০।৭৪)। আবার শ্রীঅদ্বৈতের মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে গৌরলীলা আস্বাদনের ইঙ্গিতও শুনা যায় (১০।৭৫)। ইহা হইতে ব্রজলীলা ও গৌরলীলা—এই উভয় লীলাই যেন সাধ্য—এরূপ একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২৫।২২৯ (পূর্ব্বোদ্ধৃত) ত্রিপদীতে এইরূপ কথাই আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

সাধনসম্বন্ধে মহাকাব্যের ন্যায় নাটকেও ভক্তিযোগের (১।১২) এবং নামসঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে (১)। বৈষ্ণব-দর্শনের মাহাত্ম্যের (১।১০) এবং বৈষ্ণবের কৃপার অপরিহার্য্যতার (২।১৯) কথাও দৃষ্ট হয়। বহুস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)।

জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকিলেও সাধ্য ও সাধনসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহাই নাটকের অভিমত। সিদ্ধাবস্থায় জীব পার্ষদদেহে ভগবৎ-সেবা করিবে—এই তত্ত্বের ইঙ্গিতও নাটকে দৃষ্ট হয় (১০।৭৪)। দাস্যভাবের উৎকর্ষখ্যাপনও দৃষ্ট হয় (১।৭৬ ; ১।৮০)।

গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে নাটকের অভিমত এইরূপ :—লীলাবিলাসী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ (১।১১)।

শ্রীচৈতন্যই কন্দর্পদর্পহারী হরি (১।৪২), তিনিই শ্রীকৃষ্ণ (২।১৪ ; ২।৫০ ; ২।৫২ ; ২।৬০ ; ৪।৪৯)।

তিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (২।১৭ ; ৮।১০ ; ৯।১)।

আনন্দই তাঁহার রূপ (২।২৫) ; আনন্দস্বরূপ হইয়াও তিনি মূর্ত্ত এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পরিচ্ছিন্ন (২।৪৩)। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তঃকৃষ্ণ (৬।৪৪)।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব-বিভাবিত (৩।৮ ; ৩।৯ ; ১০।৭৩) ; আদিপুরুষ হইয়াও তিনি নবীনা ব্রজবধূদিগের কৃষ্ণানুরাগ-ব্যথা অনুভব করিতেছেন (১০।৪২)॥

নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন (১।১২ ; ১।২৮ ; ২।১৭)।

আরও জানা যায়, জীবের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ, ভক্তিযোগ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বীয় লীলাবেশে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৬৯)। হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৭০)।

শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমে বশীভূত হইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন (১।৬৮)।

নাটকের মতে সঙ্কর্ষণই নিত্যানন্দ ; তিনি ব্যাপক (২।৪৫) এবং শয্যা, আসনাদি দশরূপে তিনি ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন (৩।৫২)।

এসমস্ত বিষয়ে নাটকের সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও বিরোধ নাই।

---

(১) ১।১২ ; ১।১৬ ; ১।১৭ ; ১।৮৯ ; ২।১৩ ; ৪।১২।

(২) ১।৬৯-৭০ ; ১।৮০ ; ২।১৬ ; ২।৪৬।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে আরও অনেক তত্ত্বের ও তথ্যের উল্লেখ বা ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়; যথা—বিশ্বরূপতত্ত্ব (১।৩৮), লক্ষ্মীপ্রিয়াতত্ত্ব (১।৩৬), বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব (১।৩৭), ঈশ্বর-লক্ষণ (১।৩৩-৩৪; ৭।১০; ৮।২৪-২৬), নরলীলা-তত্ত্ব (১।৩৭; ১।৫১; ১।৮৮; ২।২১; ৫।২০), গোপীতত্ত্ব (১।৭০), বৃন্দাবনতত্ত্ব (৩।৩১; ৩।৩৬), নবদ্বীপতত্ত্ব (২।৪৫), চিচ্ছক্তির ক্রিয়াবৈচিত্রী (১।৮৮; ৩।৫০), শ্রীকৃষ্ণই জীবের সমস্ত (৪।৬), ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যত্ব (২।৫), সাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ (১), প্রভুর উন্মাদের বিশেষত্ব (২।৫১; ৫।৭-৮), ভগবৎ-কৃপাই ভগবদুপলব্ধির হেতু (৪।৮), ভজন-প্রভাবে দেহের স্বভাবের পরিবর্ত্তন (১।৭৫), আনন্দের রূপ (২।২৫), ভগবান্ আনন্দ হইয়াও মূর্ত্ত এবং ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন—এই তত্ত্ব (২।৪৩), আনন্দময়ের অনুভব-লক্ষণ (২।৫৩; ২।৫৫), ধ্যানজনিত স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবের বিশেষত্ব (২।৫৮), ভক্তিরস (৩।৬), সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি (৩।৫), বিধি ও রাগ (৩।১৮-১৯), লৌকিকী লীলার মাধুরী (৩।২১-২৩; ৩।৭৭), যিনি কৃষ্ণ নহেন, তিনি কখনও কৃষ্ণ হইতে পারেন না; কিন্তু কৃষ্ণ বিবিধ আকার ধারণ করিতে সমর্থ (৩।৩৮), আবেশের স্বরূপ (৪।৮), সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব, এই তিনরূপে ভগবানের জীবের প্রতি কৃপাপ্রকাশ (৯।৪), ভাগবতের লক্ষণ (৯।১৯), জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য (৫।৪), অলৌকিক বস্তু সর্ব্বাবস্থাতেই আনন্দপ্রদ (৫।২৫), ঈশ্বর চিনিবার উপায় (৬।৩৮-৪০), মুখ্যাবৃত্তি ও লক্ষণা-বৃত্তিতে অর্থের পার্থক্য (৪।৪৫; ৪।৪৯), মহাপ্রভুতে সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত ইত্যাদি লক্ষণের প্রকাশ (৪।৪৫; ৫।২৯; ৮।২৪), আস্বাদ্য ও আস্বাদকরূপে ভগবানের অভিব্যক্তি (৬।৪৪), মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা (৭।২৫) ইত্যাদি। মুরারিগুপ্তের কড়চায় বা কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে এসমস্ত দৃষ্ট হয় না। এসমস্ত বিষয়েও নাটকের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ক কোনও তত্ত্বের কথা নাই। নবদ্বীপ-লীলার পরিকরগণ দ্বাপর-লীলাতেও ভগবৎ-পরিকর ছিলেন, নবদ্বীপ-লীলার কোন্ পরিকর, দ্বাপর-লীলার কোন্ পরিকর ছিলেন—এসমস্ত তথ্যই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে কর্ণপূরের সঙ্গে অপরের মতভেদ থাকিলেও এই মতভেদে বিরোধ জন্মিবার আশঙ্কা নাই; যেহেতু, সমন্বয় অসম্ভব নয়। নবদ্বীপ-লীলার এক স্বরূপের মধ্যে দ্বাপর-লীলার একাধিক স্বরূপের এবং নবদ্বীপ-লীলার একাধিক স্বরূপেও দ্বাপর-লীলার একস্বরূপের ভাব বিদ্যমান্ দেখা যায়; ইহাই সমন্বয়ের ভিত্তি॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।৮।২১ এবং ৩।৬।৮-৯ পয়ারের গৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকায় এসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা কিছু নাই।

কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত শ্রীকৃষ্ণলীলার গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের স্থাপয়িতা এবং প্রচারক কাহারও সঙ্গেই এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধ থাকিতে পারে না।

কবিকর্ণপূরের অলঙ্কার-কৌস্তভ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থও বটে, রসগ্রন্থও বটে; ইহাতে বর্ণিত বিষয়-সম্বন্ধেও কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রকটিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রূপ মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপূর প্রকটিত রূপ হইতে ভিন্ন নহে।

(খ)

বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের গ্রন্থে ধর্ম্মের যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ভজনেও সেই রূপই প্রতিফলিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের ভজনের বিষয় আলোচনা করিলেও তাঁহাদের প্রকটিত ধর্ম্মের রূপের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে; এবং তাহা হইতেও জানা যাইবে—ইঁহাদের ভজনীয় বিষয়েও পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না।

---

(১) ১।৫৪; ১।৬৬; ২।২০; ৫।২; ১০।৪৩; ১০।৬২।

কবিরাজগোস্বামীর গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আচরিত এবং প্রচারিত ধর্ম্মের রূপটীই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তমদাস-ঠাকুরও শ্রীজীবাদি গোস্বামীদের কৃপায় সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে—বৃন্দাবন-লীলা এবং নবদ্বীপ-লীলা, এই উভয়লীলার ভজনের আদর্শই তাঁহারা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত এবং কবিকর্ণপূরের ভজনাদর্শ কি ছিল, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক।

ব্যক্তিগতভাবে মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। তাঁহার কড়চার আলোচনায় ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতেন (কড়চা ৪।২৬।২৬)।

কবিকর্ণপূর গৌর-ভজন তো করিতেনই, শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন। তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তিনি তাঁহার "কুলদৈবত" বলিয়াছেন (১।৩)। তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণেও তিনি "স্বানন্দরস-সতৃষ্ণ-কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহের" জয় গান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার মহাকাব্য গৌরচরিতময় গ্রন্থ; কিন্তু তাহার মধ্যেও সম্পূর্ণ দুইটী অধ্যায়ে তিনি কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার মহাকাব্যে এবং নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণোপাসনার কথা বহুস্থানে ব্যক্ত করাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সাত বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মুখ হইতে স্ফুরিত সর্ব্বপ্রথম শ্লোকটী—"শ্রবসঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জন মুরসো মহেন্দ্রমণিদামম্। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥"-এই শ্লোকটীও—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কই। তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে কেবল কৃষ্ণলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অলঙ্কার-কৌস্তুভের সমস্ত উদাহরণই ব্রজলীলাসম্বন্ধীয়। ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা যে রসিক-শেখরের লীলাপ্রবাহের দুইটী অবিচ্ছিন্ন অংশ, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রণয়ন করিয়া কর্ণপূর যেন তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে (শ্যামোঽয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সায়ং তথাপ্যুৎসুকা পুষ্পার্থং সখি যাসি যমুনাতটং যাহি ব্যথা কা মম। কিন্ত্বেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্যালোক্য সন্তোঽন্যথা শঙ্কাং যৎ কুটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতাস্মি তেনাকুলা॥ ৩০৬॥), তাহাও ব্রজের মধুরভাবদ্যোতক। অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর জয়কীর্ত্তনের পরেই তিনি গোপাঙ্গনাদিগের সাত্ত্বিক-ভাবোদ্দীপনকারী শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনির জয় গান করিয়াছেন। আবার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে সর্ব্বপ্রথম দুই শ্লোকে শ্রীরাধিকাদি-গোপাঙ্গনা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দের বন্দনা করিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকে তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রী শ্রীনাথদেবের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—তিনি (শ্রীনাথদেব) মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গলিত বৃন্দাবনের রহঃকেলি কথার আস্বাদন গ্রহণ করিয়া সকলেই বৃন্দাবনধামের প্রতি আসক্ত হইত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ২১০-১১ শ্লোকেও কর্ণপূর স্বীয় গুরুর বন্দনা করিয়াছেন—তিনি সুনিপুণ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং কুমারহট্টে তাঁহার কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত। ইহাদ্বারা বুঝা যায় কর্ণপূরের গুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এবং রহঃকেলি-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন এবং কর্ণপূরও তাঁহারই কৃপায় কৃষ্ণলীলা-কথায় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নির্ণয়সাগরপ্রেস হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ভূমিকা হইতে জানা যায়, গৌরকৃপা-স্ফূরিত তাঁহার "শ্রবসোঃ কুবলয়মিত্যাদি"-শ্লোকটী কর্ণপূর প্রণীত "আর্য্যা-শতকমের" প্রথম শ্লোক; ইহাতে অনুমিত হয়, "আর্য্যাশতকমও" গোপীজন-বল্লভেরই স্তবাবলী। এই ভূমিকা হইতে আরও জানা যায়, কৃষ্ণলীলা-গণোদ্দেশ-দীপিকা-নামেও কর্ণপূরের একখানা গ্রন্থ ছিল। ইহাদ্বারাও তাঁহার কৃষ্ণলীলানুরক্তি জানা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে এবং গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণে কর্ণপূরের তুল্য অনুরক্তির কথাই জানা যায়; সুতরাং তিনি যে উভয় স্বরূপেরই উপাসক ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণলীলার আবেশেই দিন কাটাইতেন। তাঁহার প্রভাবে এবং শিক্ষায় নবদ্বীপবাসীরা "হাটে ঘাটে সভে কৃষ্ণ গায় উচ্চস্বরে (মধ্য, তৃতীয়)।" শ্রীমন্নিত্যানন্দকে এবং শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরকে প্রভু আদেশ দিলেন—"সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ; প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা। দিন অবসানে আসি আমারে বলিবা॥ (মধ্য ত্রয়োদশ)।" জগাই-মাধাই প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া "উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে। দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥ আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥ পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার। কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার॥ (মধ্য পঞ্চদশ)॥" এইরূপে দেখা গেল, মহাপ্রভুর আদেশ এবং উপদেশ ছিল—শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য। প্রভুর অনুগত কেহ এই আদেশ ও উপদেশ উপেক্ষা করেন নাই।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও মহাপ্রভুর আদেশ এবং উপদেশ প্রচার করিতেন। নিজের অনুভব অনুসারে তিনি নিজস্ব উপদেশও দিতেন। "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন আমার প্রাণ রে॥" এবং "যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ। যুগে যুগে তারে আমি করি পরিত্রাণ॥ (মধ্য পঞ্চদশ)॥" শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশ করিয়া তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিলেন বা শ্রীকৃষ্ণভজনের অনাবশ্যকতা প্রচার করিলেন, তাহা নয়। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি তো পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রচার করিতেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শেষ লীলায়ও যেমনি "লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতিমতি। (অন্ত্য, ষষ্ঠ)।", তেমনি আবার চোর-ডাকাত-দস্যু-তস্করাদিকেও শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিতেন, উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সুপথে আনিয়া বলিতেন—"জন্মে জন্মে কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়। * *। ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম। (অন্ত্য, পঞ্চম)।"; তাঁহারাও-"ধর্ম্মপথে আসি লৈল চৈতন্য শরণ। * *। সভেই হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগে দক্ষ॥ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর। নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণাসাগর॥ (অন্ত্য, পঞ্চম)।"

এইরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও জানা যায়, নবদ্বীপের তৎকালীন বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের ভজনই করিতেন।

(গ)

শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের ভজনাদর্শে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভজনীয় কিনা, ভজনীয় হইলে—উপায় হিসাবে, না কি উপেয় হিসাবে—তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ের উক্তি আদিতে গোস্বামীদের ভজনাদর্শই রূপায়িত হইয়াছে।

কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে মহাপ্রভুর ভজনের কথা বলিয়াছেন এবং আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে যুক্তি-তর্কদ্বারা তিনি গৌরের ভজনীয়ত্ব বা সাধ্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তমদাসের প্রার্থনায়—"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু"-ইত্যাদি, "গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার"-ইত্যাদি বহু পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনের কথা দৃষ্ট হয়।

"কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ। উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো গিরান্ত প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি। পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"-ইত্যাদি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বহু স্তবে, এবং "গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যোঽখিলজনা মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকারনিবহম্। স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচস্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"-ইত্যাদি শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিকৃত বহু স্তোত্রে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপাস্যত্বের কথা জানা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন" (৩।১০।৯৮) করিতেন এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণও প্রত্যহ "চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন (২।১৯।১১৯)।" ভক্তিরত্নাকর বলেন, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অষ্টকালীন নিত্যলীলার চিন্তাও করিতেন—"চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন। নিশান্ত নিশা পর্য্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ॥ (৯৪৬ পৃঃ)॥" সূত্রাকারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলাবর্ণনাত্মক পাঁচটী শ্লোকও ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে (৯৪৭ পৃঃ)।

শুদ্ধাভক্তিমার্গের ভজনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধ্য এবং সাধনে, উপায় এবং উপেয়ে পার্থক্য কেবল পক্কাপক্কত্বে; শ্রীল নরোত্তমদাস তাই বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।" এবং "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" ইহাতেই গৌরলীলার সাধ্যত্ব ও উপেয়ত্ব সূচিত হইতেছে। (উভয়-লীলার তুল্যভাবে ভজনীয়ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন এবং ব্রজলীলা আস্বাদন হইল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ উপদেশ। কিন্তু গৌরের ভজন এবং গৌরলীলার আস্বাদন তাঁহার প্রত্যক্ষ উপদেশ নয়; ইহা তাঁহার পরোক্ষ-প্রেরণা। ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলা আস্বাদনের ব্যপদেশে মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় যে অপূর্ব্ব মাধুরী অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়াই গৌরলীলা আস্বাদনের জন্য ভক্তবৃন্দের বলবতী লালসা জন্মিয়াছিল। ইহাই গৌর-ভজনের অনুকূলে—প্রভুর পরোক্ষ প্রেরণা বা ইঙ্গিত। ইহা ভক্তগণের অনুভব হইতে উদ্ভূত। রায়রামানন্দাদি পরম-ভাগবত ভক্তগণ অনুভব করিয়াছেন—ব্রজলীলার মাধুরী হইতেও গৌরলীলার মাধুরী অধিকতর চমৎকৃতিজনক (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও নির্দ্দেশ।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ মনে করিতেন—ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা, এই উভয়ের মিলিত আস্বাদনে যে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের বিকাশ, তাহার তুলনা নাই। "চৈতন্য-লীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥ চৈঃ চঃ ২।২২।২২৯॥" এই মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের লোভ কোন্ লীলারস-লোলুপ ভক্ত সম্বরণ করিতে পারেন?

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের নিকট গৌরলীলার ভজন উপেয়ই ছিল, কেবল উপায় মাত্র ছিল না।

নবদ্বীপের আদিম ভক্তগণের নিকটে কেবল গৌরের ভজনই যে সাধ্য বা উপেয় ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ভজন যে সাধ্য বা উপেয় ছিলনা—তাহা নহে। কবিকর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গ্রন্থালোচনাপূর্ব্বক আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা, উভয়ই তাঁহাদের নিকটে তুল্যরূপে ভজনীয় ছিল। কর্ণপূরের নাটকে (১০।৭৫) বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গে গৌরলীলার আস্বাদনের লালসার কথাও জানা গিয়াছে।

মহাপ্রভুর পার্ষদদের ব্যক্তিগত ভজনের কথা বিবেচনা করিলেও তাহা জানা যায়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের ভজনের উপদেশই দিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণভজনও করিতেন; তাঁহার খড়দহ-শ্রীপাটে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সেবিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ-সেবা চলিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবা করিতেন। শ্রীলগদাধর পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং নীলাচল-বাসকালেও শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন; বল্লভ-ভট্টাদিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাও দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, মুকুন্দ-শ্রীবাসাদি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন, প্রভুর আত্মপ্রকাশের পরে তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বরং প্রভুর আদেশে এবং উপদেশে শ্রীকৃষ্ণভজনে তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই জানা যায়। পদকর্ত্তা অনন্ত আচার্য্য ছিলেন গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য, তাঁর শিষ্য হরিদাস-পণ্ডিত ছিলেন

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীউর সেবার অধ্যক্ষ। (চৈঃ চ, ১৮৫০)। ঠাকুর অভিরাম গোপীনাথের সেবা করিতেন (ভক্তিরত্নাকর, ১২৮ পৃঃ)। পানিহাটীর রাঘব-পণ্ডিতের এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রশংসা প্রভু নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ণপূরের পিতা সেন-শিবানন্দ চতুরক্ষর গৌর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন (চৈ, চ, ৩।২।৩০)। ইহা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র।

নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত-পরিবার, গদাধর-পরিবার—ভুক্ত বৈষ্ণবগণ এখন পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরা-প্রচলিত রীতি অনুসারে গৌরলীলা এবং ব্রজলীলার ভজন করিয়া থাকেন।

পদকর্ত্তাদের পদসমূহ আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে—নরহরিদাস, বংশীবদন, শিবানন্দ, পরমানন্দদাস, বসুরামানন্দ, দ্বিজহরিদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি সকলেই গৌরলীলা ও ব্রজলীলা—উভয় লীলার পদই রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালার পদকর্ত্তা মহাজনদের প্রায় সকলেই ব্রজলীলা-বর্ণনাত্মক পদের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ নবদ্বীপ-লীলাত্মক পদও (যাহাকে গৌরচন্দ্র বলে, তাহাও) রচনা করিয়া গিয়াছেন। উভয় লীলাই যে তুল্যভাবে ভজনীয়, তাহাই ইহাদ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। গৌরলীলা-রসে ডুব দিয়াই ব্রজলীলারস আস্বাদন করিতে হয়—ইহাই মহাজনদের "গৌরচন্দ্রের" দ্যোতনা।

এসমস্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের ভজনাদর্শে এবং নবদ্বীপের আদিম ভক্তদিগের ভজনাদর্শে কোনও পার্থক্যই ছিলনা। সর্ব্বত্রই ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা তুল্যভাবে উপেয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

(ঘ)

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন, সরস্বতীপাদ কেবল গৌরভজনের প্রাধান্যই দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু ইহা যে একটী ভ্রান্ত ধারণা, "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" নিম্নোদ্ধৃত কয়টী শ্লোক হইতেই জানা যায়।

কদা শৌরে গৌরে বপুষি পরম-প্রেমরসদে
সদেকপ্রাণে নিষ্কপটকৃতভাবোঽস্মি ভবিতা।
কদা বা তস্যালৌকিকসদনুমানেন মম হৃ-
দ্যকস্মাৎ শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরুদগাৎ ॥ ৬৮

"হে কৃষ্ণ! প্রেমরসনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের প্রাণস্বরূপ, পরম-প্রেমরসদায়ক তোমার গৌরদেহে কবে আমার অকপট ভাব হইবে এবং কবেই বা তাহার অলৌকিক সদনুমানদ্বারা শ্রীরাধিকার পাদনখমণির জ্যোতি অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদিত হইবে।" টীকাকার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক-ভাব যে হৃদয়ে নাই, সেই হৃদয়ে শ্রীরাধিকা-পাদপদ্মে রতিও থাকিতে পারে না।

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণম্ ॥ ৮০

"অহে মূঢ়সকল! যাহা গূঢ় এবং দূরপ্রচারিণী দৃষ্টিদ্বারাও মুনিগণ পূর্ব্বে যাহার সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই, সেই ভক্তিমার্গের অনুসন্ধান কর। সেই দুর্লভ-বস্তু কিরূপে লাভ হইবে—তোমাদের চিত্তে যদি এরূপ অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া গৌরচরণে শরণ লও।"

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।

তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ ॥ ৮৮

"বহু-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের পদারবিন্দে যে পরিমাণ ভক্তিলাভ করিবেন, শ্রীরাধার চরণকমল সম্বন্ধীয় প্রেমসমুদ্রও তাঁহার চিত্তে সেই পরিমাণে অকস্মাৎ উদ্‌গত হইবে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্ রাধারতিকেলিনাগর-রসাস্বাদৈক-সদ্‌ভাজনং
তদ্বস্তু প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ ॥ ১২২

"শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাৎপর্য্য—যাহা অনুশীলনের দ্বারা অধিগম্য নয় এবং ব্যাসতনয় শুকদেব রাসলীলাবর্ণনপ্রসঙ্গে যাহার উদ্দেশমাত্র দিয়া গিয়াছেন, তাহা এবং শ্রীরাধার সহিত রতিকেলি-নাগর শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলারসের আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ যে প্রেম, তাহা বিস্তার করিবার নিমিত্ত সেই শ্রীহরি গৌর-বিগ্রহে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

কেচিদ্দাস্যমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ শ্লাঘ্যং পরে লেভিরে
শ্রীদামাদিপদং ব্রজাম্বুজদৃশাং ভাবঞ্চ ভেজুঃ পরে।
অন্যে ধন্যতমা ধয়ন্তি সুধিয়ো রাধাপদাম্ভোরুহং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥ ১২৩

"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর করুণায় কাহার কি না সম্পদ লাভ হইয়াছে? (কৃষ্ণাবতারের) উদ্ধবাদি (গৌর অবতারে ব্রজভৃত্যদের) দাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; কেহ কেহ শ্লাঘ্য শ্রীদামাদির সখ্যপদ লাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্য যাঁহারা শ্রীরাধার পাদপদ্ম-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা সুবুদ্ধি এবং ধন্যতম।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের এসমস্ত শ্লোকের মর্ম্ম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার আনুগত্যে ব্রজলীলার সেবাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। এই সেবাপ্রাপ্তির এবং এই লীলারসের আস্বাদনের যোগ্যতা-লাভের জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হইয়াছেন; কারণ, গৌরের কৃপাব্যতীত তাহা সহজ-লভ্য নয়। সুতরাং ব্রজলীলা তাঁহার সাধ্য—উপেয়। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে, গৌর-ভজন বুঝি গ্রন্থকারের উপায়মাত্র, উপেয় নহে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য-চরণপদ্ম হইতে ক্ষরিত প্রেমানন্দময় অমৃতরসের প্রতিও গ্রন্থকারের দুর্দ্দমনীয়া লালসা ছিল।

মান্যস্তঃ পরিপীয় যস্য চরণাম্ভোজস্রবৎ-প্রোজ্জ্বল-
প্রেমানন্দময়ামৃতাদ্‌ভুতরসান্ সর্ব্বে সুপর্ব্বেড়িতাঃ।
ব্রহ্মাদীংশ্চ হসন্তি নাতিবহুমন্যন্তে মহাবৈষ্ণবান্
ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥ ৬

"পরমবন্দ্য (গৌরভক্ত)-সকল যাঁহার চরণ-পদ্ম হইতে ক্ষরিত অত্যদ্‌ভুত উজ্জ্বল-প্রেমানন্দময় রস পানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাদিকেও (শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-মকরন্দ-রসের অনুসন্ধান না করিয়া অন্য বস্তুতে আসক্তি প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া) হাস্যাস্পদ মনে করেন, (শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগত না হইয়া একনিষ্ঠভাবে ভগবদ্‌ভজন-প্রভাবে যাঁহারা) মহাবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও (চৈতন্যচরণ-পদ্মের মধু হইতে বঞ্চিত বলিয়া) বহু মনে করেন না, (শ্রীচৈতন্য-চরণপদ্ম-রস হইতে বঞ্চিত বলিয়া) (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-পরায়ণ) ব্রহ্মযোগবিদ্‌গণকেও ধিক্কার দেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে

নমস্কার করি।" (বন্দনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ শ্লোকের টীকার ভাবার্থ)। এরূপ আরও অনেক শ্লোক এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

এ সমস্ত হইতে বুঝা যায়, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা উভয়ই প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর সাধ্য বা উপেয় ছিল। একধামের লীলারসে তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; উভয়ধামের লীলাই যখন তাঁহার সাধ্য ছিল, তখন উভয় ধামের ভজনও যে তিনি করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

(ঙ)

মুরারিগুপ্ত, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এবং কবিকর্ণপূর প্রভৃতি গৌড়বাসী চরিতকারগণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাই বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন। আর বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ তাঁহাদের স্তবাদিতে এবং কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাই বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, গৌড়দেশবাসিগণ প্রভুর কেবল নবদ্বীপ-লীলারই উপাসনা করিতেন এবং বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ কেবল নীলাচল-লীলারই উপাসনা করিতেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইবে না।

মুরারিগুপ্ত ছিলেন প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী। নবদ্বীপ-লীলা তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; তাই এই লীলাই তিনি বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছেন; নীলাচল-লীলা বিশেষ বর্ণন করেন নাই। কবিকর্ণপূরের অবলম্বন ছিল মুখ্যতঃ মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ; তাই তাঁহার গ্রন্থেও নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনেরই প্রাধান্য। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা। নবদ্বীপ-লীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিই ছিল তাঁহার প্রধান-সম্বল। প্রভুর নীলাচল-লীলা বাহুল্যে বর্ণনের নির্ভরযোগ্য উপাদান কবিরাজগোস্বামী যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে পাওয়ার সুযোগ ইঁহাদের কাহারও হয় নাই। তাই ইঁহাদের গ্রন্থে নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া নীলাচল-লীলা বাদ দিয়াছেন, তাহা নহে।

গোস্বামিগণ নীলাচলে প্রভুর যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহাদের স্তবে উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলা তাঁহাদের সেইভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় নাই। স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং দাসগোস্বামীর স্তবাদি ও সাক্ষাৎ-উক্তি অববলম্বন করিয়া কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর নীলাচল-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের অনুরোধই ছিল প্রভুর শেষ-লীলা বর্ণনের জন্য; প্রভুর আদিলীলা তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেই আস্বাদন করিতেন। কবিরাজগোস্বামী নিজেও বলিয়া গিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই তিনি বর্ণন করিবেন। এসমস্ত কারণেই, ইঁহাদের স্তবে এবং গ্রন্থে প্রভুর নীলাচল-লীলা-বর্ণনার বাহুল্য। ইচ্ছা করিয়া ইঁহারা প্রভুর নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দেন নাই। কবিরাজগোস্বামী নবদ্বীপ-লীলা যে একেবারেই বর্ণন করেন নাই, তাহাও নহে।

শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়-লীলা, গোবর্দ্ধন-লীলা, বৃন্দাবন-লীলা প্রভৃতি যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; তদ্রূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা এবং নীলাচল-লীলাও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। দিয়াশিনী-বেশে, নাপিতানী-বেশে, যতিবেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত লীলা যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী-বেশের লীলাও তদ্রূপ নবদ্বীপ-বিহারী শচীনন্দনের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। একই লীলা-প্রবাহের বিভিন্ন বৈচিত্রী। বিবিধ-বৈচিত্রীময় সমগ্র-লীলা-প্রবাহই গৌড়ের এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের উপাস্য ছিল এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবগণ এখন পর্য্যন্তও সমগ্র-লীলারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাস হইল প্রভুর একটী নৈমিত্তিক লীলা। এই নৈমিত্তিক লীলার উপলক্ষেই প্রভুর নীলাচলে বাস। তাঁহার রাধাভাবাবেশের দিব্যোন্মাদ নীলাচলে অত্যধিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল বটে; কিন্তু নবদ্বীপেও যে কিছু

প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায়। গৌড়ীয়-ভক্তগণ মনে করেন, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া, নীলাচলে না গিয়া প্রভু যদি নবদ্বীপেই থাকিতেন, তাহা হইলেও নীলাচলের ন্যায়ই তাঁহার ভাবোন্মাদ প্রকটিত হইত; কারণ, ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাব, বেশ-পরিবর্ত্তনে স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। মকমল আচ্ছাদিতই হউক, রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতই হউক, কি স্তী বস্ত্রে আচ্ছাদিতই হউক, চিন্তামণি সকল অবস্থায় একই চিন্তামণিই থাকে।

ব্রজে এবং নবদ্বীপে উভয় ধামেই প্রকটে নৈমিত্তিক লীলা আছে। ভক্তগণ এই নৈমিত্তিক লীলারও আস্বাদন করেন এবং সময়-বিশেষে স্মরণও করেন; কিন্তু নিত্যলীলাই তাঁহাদের নিত্য উপাস্য, নিত্য স্মরণীয়। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাধাম হইল নবদ্বীপ। নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলাই ভক্তদের স্মরণীয়, নবদ্বীপ-বিহারীই তাঁহাদের ভজনীয়। যাঁহারা মধুর ভাবের উপাসক, নবদ্বীপ-বিহারীতেই তাঁহারা রাধা-ভাবের আবেশ-জনিত প্রভুর দিব্যোন্মাদাদির স্মরণ ও আস্বাদন করেন। সন্ন্যাসী গৌরের ভজন প্রচলিত নাই।